

# উইন্ডোজ ১০-এর কিছু গোপন ট্রিকস

লুৎফুল্লাহ রহমান

সাধারণত যখনই নতুন কোনো অপারেটিং সিস্টেম অবমুক্ত করা হয়, তখন নতুন অপারেটিং সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় নতুন কিছু ফিচার ও গোপন কিছু কৌশল। এ ধারা মাইক্রোসফটের নতুন অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ১০-এর ক্ষেত্রে শতভাগ প্রযোজ্য। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে মাইক্রোসফটের নতুন অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ১০ প্রথম অবমুক্ত হলেও ব্যবহারকারীরা যে এ সিস্টেমটি পুরোপুরি রঙ করতে পেরেছেন তা বলা যাবে না, বিশেষ করে এর গোপন কৌশলগুলো।

উইন্ডোজ ১০ নেভিগেট করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু টাস্ক সম্পন্ন করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। ওইসব উপায়ের জন্য দরকার এন্ড ইউজার থেকে মাল্টিপল অ্যাকশন সম্পন্ন করা, যা সবার পক্ষে মনে রাখা কষ্টকর।

এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে ১০টি প্রয়োজনীয় টিপ তুলে ধরা হয়েছে, যা উইন্ডোজ ১০ ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধ করবে। এগুলো সম্পর্কে বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর হয়তো তেমন কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই। কোনো কোনো টিপ হয়তো উইন্ডোজের বেশ কয়েক জেনারেশন ধরে সফলতার সাথে ব্যবহার হয়ে আসছে। আবার কোনো কোনোটি মাইক্রোসফটের অতি সাম্প্রতিক অপারেটিং সিস্টেমের ন্যাটিভ তথা স্থানীয়।

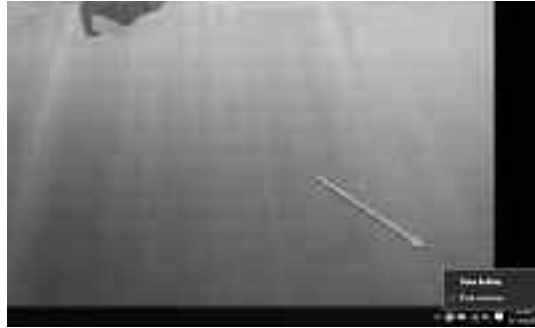
উইন্ডোজ ১০-এর কিছু হিডেন টিপস ও ট্রিকস নিচে তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো ব্যবহারকারীদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

## সিক্রেট স্টার্ট মেনু

যদি আপনি উইন্ডোজের পুরনো লুক (নন-টাইলড) পছন্দ করে থাকেন এবং স্টার্ট মেনুতে অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে তা আবার ফিরে পেতে পারেন। যদি আপনি স্ক্রিনে নিচে বাম প্রান্তে উইন্ডোজ আইকনে ডান ক্লিক করেন, তাহলে এটি কয়েকটি সুপরিচিত জনপ্রিয় ডেস্টিনেশনসহ (Programs and Features, Search, Run) একটি টেক্সটচ্যুয়াল জাম্প মেনু প্রস্পট করবে। এ অপশনগুলো পাওয়া যাবে স্ট্যান্ডার্ড মেনু ইন্টারফেস জুড়ে, তবে আপনি এ অপশনগুলোতে দ্রুতগতিতে



চিত্র-১ : সিক্রেট স্টার্ট মেনু



চিত্র-২ : উইন্ডোজ ১০-এর সিক্রেট ডেস্কটপ বাটন



চিত্র-৩ : মাল্টিপল ডিসপ্লে

অ্যাক্সেস করতে পারবেন এই টেক্সটচ্যুয়াল ইন্টারফেসের মাধ্যমে।

## সিক্রেট ডেস্কটপ বাটন

এই ডেস্কটপ বাটনটির আবির্ভাব ঘটে মূলত উইন্ডোজ ৭-এর সাথে। তবে সম্প্রতি উইন্ডোজ ১০-এ এটি পুনর্স্থাপিত হয়। স্ক্রিনে নিচে ডান প্রান্তে এই সিক্রেট ডেস্কটপ বাটনটি দেখতে পাবেন ডেট অ্যান্ড টাইমের পাশে। এখানে আপনি দেখতে পাবেন একটি অদৃশ্য বাটনের

ছোট স্লাইস। এতে ক্লিক করলে আপনার সব ওপেন উইন্ডো মিনিমাইজ হবে ডেস্কটপ ক্লিয়ার করার জন্য। আপনি ইচ্ছে করলে এ সিটিংসের আচরণ পরিবর্তন করতে পারবেন ক্লিক করা অথবা কর্নারে মাউসকে হোভার করার মাঝে।

## কিবোর্ডের মাধ্যমে স্ক্রিন রোটेट করা

বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর কাছে এই টিপসটি প্রয়োজনীয় মনে হবে না, তবে আপনি স্ক্রিন রোটेट করতে পারবেন যুগপৎভাবে Ctrl + Alt + D চেপে যেকোনো অ্যারো বাটন

চাপার মাধ্যমে। ডাউন অ্যারো বাটন চাপলে এটি ফ্লিপ করবে আপসাইড ডাউন, বাম অথবা ডান অ্যারো কী চাপলে এটি একদিকে নকই ডিগ্রি ঘুরবে এবং আপ অ্যারো কী চাপলে আপনাকে ফিরিয়ে আনবে স্ট্যান্ডার্ড ওরিয়েন্টেশনে। যদি আপনি মাল্টিপল ডিসপ্লে ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে এই ফিচার ওরিয়েন্ট করার জন্য ঠিক নির্দিষ্টভাবে ডিসপ্লে করবে।

বিকল্পভাবে, আপনি ডেস্কটপে ডান ক্লিক করে background → Graphics Options → Rotation-এ ক্লিক করুন আপনার পেজ সক্রিয় করার জন্য। উইন্ডোজের এ ফিচারটি উইন্ডোজ ৭ ও উইন্ডোজ ১০-এর উপযোগী।

## পিসি শাটডাউনের জন্য স্লাইড এনাবল করা

এ কৌশলটি শুধু উইন্ডোজ ১০ ব্যবহারকারীর জন্য। এটি বেশ জটিল এবং এর থেকে সুবিধা পাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা সম্ভবত খারাপ কিছু হবে না।

এ জন্য ডেস্কটপে ডান ক্লিক করে desktop → New → Shortcut নেভিগেট করুন অপশনে। এরপর পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত হওয়া পপআপ উইন্ডোতে নিচের কোডটি পেস্ট করুন-

%windir%\System32\SlideToShut Down.exe। এর ফলে আপনার ডেস্কটপে একটি ক্লিকযোগ্য আইকন তৈরি করবে, এতে যা ইচ্ছে একটি নাম দিতে পারবেন। স্লাইড-ডাউনের মাধ্যমে শাটডাউন করার জন্য নতুন আইকনে ডাবল ক্লিক করুন একটি পুল-ডাউন শ্যাড প্রস্পট করার জন্য। এরপর মাউস ব্যবহার করুন এটিকে ড্র্যাগ করে স্ক্রিনে নিচে নেয়ার জন্য। মনে রাখা উচিত এটি স্লিপ নয়, শাটডাউন।

## গড মোড এনাবল করা

আপনি কি একজন পাওয়ার ইউজার, যিনি পিসির সবচেয়ে বেশি অথবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর বিস্তারিত জানার জন্য অ্যাক্সেস করতে চান? তাহলে গড মোড থেকে পেতে পারেন কাজক্ষত সহায়তা। গড মোডে অ্যাক্সেস করার জন্য প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিন আপনার সিস্টেমের অ্যাকাউন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রিভিলেজ আছে কি না।



চিত্র-৪ : শাটডাউন এনাবল করা



চিত্র-৫ : গড মোড স্ক্রিন



চিত্র-৬ : টাইলস মেনুতে ডান ক্লিক

ডেস্কটপে ডান ক্লিক করে নেভিগেট করুন  
New → Folder-এ। এবার নিচের কোড দিয়ে  
ফোল্ডারকে রিনেম করুন-

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-  
99712043E01C}

God Mode উইন্ডোতে এন্টার করার জন্য  
ফোল্ডারে ডাবল ক্লিক করে কাজে মনোনিবেশ  
করুন।

### টাইলস মেনুতে ডান ক্লিক করা

আপনার কাস্টমাইজড টাইলসকে দ্রুতগতিতে  
পার্সোনালাইজ করতে চান? তাহলে পপআপ  
মেনু প্রস্পট করার জন্য এগুলো শুধু ডান ক্লিক  
করুন। এর ফলে আবির্ভূত হওয়া মেনু  
আপনাকে প্রদান করবে বিভিন্ন ধরনের অপশন,  
যেমন- স্টার্ট মেনু থেকে আন-পিন করার

সক্ষমতা,  
উইন্ডোজ রিসাইজ  
করা অথবা ওইসব  
লাইভ টাইল বন্ধ  
করার।

### টাস্কবারে ডান ক্লিক করা

এখানে পাবেন  
এক সহায়ক মেনু,  
যা আপনাকে  
টুলবার, কন্ট্রোল  
ও উইন্ডো স্ক্রিমের  
জন্য কিছুসংখ্যক  
প্রিসেটে  
দ্রুতগতিতে  
অ্যাক্সেস করার  
সুযোগ করে  
দেবে। এখানে  
আরও অপশন  
পাবেন, যা শুধু  
ক্লিক করেই কাজ  
করা যাবে।

### শেইক

এই ফিচারের  
সূত্রপাত মূলত  
উইন্ডোজ ৭-এর  
সময় হলেও  
অনেক  
ব্যবহারকারী  
জানেন না এই  
ফিচার সম্পর্কে  
অথবা এর ব্যবহার  
সম্পর্কে। শেইক  
মূলত  
ব্যবহারকারীকে  
সুযোগ করে দেয়  
ডেস্কটপে আপনার  
উপায়কে শেইক  
করার। আমাদের  
মধ্যে অনেক



চিত্র-৭ : টাস্কবারে ডান ক্লিক অপশন

ব্যবহারকারী আছেন, যারা একসাথে অনেক  
প্রোগ্রাম ওপেন করে কাজ করেন, হতে পারে  
কিছু ডকুমেন্ট, যা ডেস্কটপে ক্লাটার করছে।  
যদি আপনি ডেস্কটপকে দ্রুত পেতে চান,  
তাহলে আপনাকে প্রতিটি সিঙ্গেল উইন্ডো বন্ধ  
করতে হবে। যদি অনেকগুলো উইন্ডো ওপেন  
থাকে, তাহলে এটি হবে সময় কনজুমিং ও  
বিরজিকর। এ ক্ষেত্রে শেইক ফিচার ব্যবহার  
করতে পারেন তাৎক্ষণিকভাবে ডেস্কটপ ফিচার  
পাওয়ার জন্য।

### পিন উইন্ডোতে ড্র্যাগ করা

এ ফিচারটি উইন্ডোজ ৭ থেকে  
অ্যাডেইলেবেল হলেও উইন্ডোজ ১০-এ সম্পূর্ণ  
করা হয়েছে বাড়তি কিছু ফিচার। যদি আপনি  
কোনো উইন্ডো গ্ল্যাভ করেন এবং তা ড্র্যাগ  
করেন স্ক্রিনের পাশে, তাহলে এটি স্ক্রিনের  
অর্ধেকটা জুড়ে 'fit' হবে।

উইন্ডোজ ১০-এ এই উইন্ডোকে স্ক্রিনের  
যেকোনো প্রান্তে ড্র্যাগ করার অপশন পাবেন,  
যাতে উইন্ডোটি স্ক্রিনের এক-চতুর্থাংশে থাকে।  
যদি মাল্টিপল স্ক্রিন ব্যবহার করে থাকেন,  
তাহলে আপনি বর্ডার কর্নারে ড্র্যাগ করুন এবং  
অপেক্ষা করুন একটি প্রস্পট সিগন্যালের জন্য,  
যা আপনাকে জানাবে যদি ওই কর্নারে উইন্ডো  
ওপেন হয়।

আপনি একই ধরনের আচরণ প্রস্পট করতে  
পারবেন উইন্ডোজ কীসহ অন্য যেকোনো  
ডিরেকশনাল অ্যারো বাটন ব্যবহার করে **ক্লিক**



চিত্র-৮ : বিভিন্ন অপশনসহ শেইক ফিচার